সংযুক্তি ৬ (ক). সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং টেম্পলেট

এই টেম্পলেটটি সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং প্রতিবেদনের অংশ। সম্পূর্ণভাবে পুরণকৃত টেম্পলেটটি প্রকল্প ডকুমেন্টের সাথে সংযুক্তি আকারে দিতে হবে। প্রদত্ত ৬ টি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনার জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া এবং টুলকিট দ্রষ্টব্য।

প্রকল্পের তথ্য

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য	
১. প্রকল্প শিরোনাম	**জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট লবণাক্ততার সাথে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা**
২. প্রকল্প নং	
৩. অবস্থান (বৈশ্বিক/অঞ্চল/দেশ)	বাংলাদেশ

ক. সামাজিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক নীতিমালার সমন্বয়

প্রশ্ন ১: সামাজিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প কিভাবে সর্বাত্মক নীতিমালার সম্বনয় সাধন করে?

এই প্রকল্প কিভাবে মানবাধিকার ভিত্তিক ধারণাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে তা নিচের খালি জায়গাতে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহিষ্ণুতা জেন্ডার সম্পর্কিত মাত্রা কেন্দ্রিক ধরণা গ্রহণ; সর্বোচ্চ ঝুঁকিগ্রস্ত, হতদরিদ্র নারী ও কিশোরীদের উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ড প্রণয়নের প্রস্তাব করার মাধ্যমে এই প্রকল্প সামাজিক পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারের সর্বাত্মক নীতিমালাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে। এই প্রকল্পে বাংলাদেশের উপকূলী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি লবণাক্ততার শিকার দুটি জেলা সাতক্ষীরা ও খুলনার সর্বোচ্চ ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক গোষ্ঠী, অর্থাৎ দারিদ্র পরিবারের নারী ও কিশোরীদেরকে (এবং আন্তঃগোষ্ঠীগত প্রান্তিকীকরণে শিকার এমন নারীদেরকে) সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এই দুটি জেলার অধিবাসীরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি ও মাটিতে সৃষ্ট বহুমাত্রিক লবণাক্ততার প্রভাব মোকাবেলায় এই প্রকল্পে জরুরি পানি সরবরাহ অবকাঠামোকে পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২৫,৪২৫ জন উপকারভোগীকে লক্ষ্যভুক্ত করা হবে যাদেরকে জলবায়ু সহনশীল জীবিকা সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এতে তাদেরকে জলবায়ু সহনশীল ভ্যালু চেইন সহায়তা প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিষয়াবলী সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারসমূহ, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের অধিকার ও পর্যাপ্তভাবে মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবে, যেহেতু আগে বিশুদ্ধ পানির জন্য মানুষকে ভূগর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভর করতে হতো এবং তা দূর দূরান্ত হতে সংগ্রহ করতো, কিন্ত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক, কমিউনিটি ও পারিবারিক পর্যায়ে স্তরভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (RWH) করে ৬৮,৩২৭ জন নারী ও ৬৭,৭৮৩ জন পুরুষকে বহনযোগ্য পানির সুবিধা প্রদান করে জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলবে। এই কার্যক্রম সরাসরি স্বাস্থ্য ও পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, এই কার্যক্রম নারীদের পারিশ্রমিক বিহীন কাজের বোঝা যেমন বহনযোগ্য বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে অনেক দূরে যাবার মতো প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে। জনসংখ্যার সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে গৃহীত এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নকে এই প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পদলাভের সুযোগের সীমাবদ্ধতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার (GBV) মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হবার সম্ভাবনা মূলত নারী ও কিশোরীদেরই সবচেয়ে বেশি। পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর ঘটনাবলীর ফলে বর্তমানে নারীদের নিরপাদ পানির সুবিধা ও জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। পানি প্রদান ও জীবিকায়ন উভয় কার্যক্রম লক্ষ্যভুক্ত হতদরিদ্র নারী ও কিশোরী উপকারভোগীদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে আরো বেশি স্বাধীন হতে এবং জীবিকায়ন কৌশলে আরো বেশি বৈচিত্র্য আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এ সকল কার্যক্রম উপকারভোগীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি আরো বেশি সহনশীল করে তুলবে। এছাড়াও, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা গড়ে তোলার মতো কার্যকর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা আরো বেশি সাম্য ভিত্তিক

সম্পদলাভের সুযোগ পাবে যা লক্ষ্যভুক্ত উপকূলীয় কমিউনিটিসমূহে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন বয়ে আনবে। এই প্রকল্প বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এর উপকারভোগীদের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

এই প্রকল্প এর উপকারভোগীদেরকে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে। এই সংযুক্তির ফলে এসকল প্রতিষ্ঠান তাদের চাহিদা পূরণ ও অধিকার রক্ষায়, বিশেষ করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জেন্ডার-রেসপন্সিভ বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং সক্ষমতা সহকারে আরো বেশি দ্রুত সাড়াদানের সুযোগ পাবে।

এই প্রকল্প এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো (ESMF), এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামোর মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্বচ্ছ নির্বাচনের শর্তাবলী, একটি উদ্যোগপূর্ণ স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ কৌশল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপকারভোগী নির্বাচন ও শক্তিশালী জেন্ডার সংবেদনশীল অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা পালন করা, এবং প্রকল্প এলাকার সবচেয়ে বিপদাপন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের দাবী পূরণ করা নিশ্চিত হবে। সবচেয়ে বিপদাপন্ন উপকারভোগীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করার মাধ্যমে এই প্রকল্প একটি মানবাধিকার ভিত্তিক ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ একটি মানবাধিকার ভিত্তিক ধারণাকে প্রকল্প নকশার মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছে। এছাড়াও, স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াতে অন্যান্য বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্থানীয়ভাবে যারা আদিবাসী নামে পরিচিত, এবং হিন্দু সংখ্যালঘু পরিবার) অন্তর্ভুক্ত করে মানবাধিকার ভিত্তিক ধারণাকে আরো বেশি মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছে। মানবাধিকার ভিত্তিক ধারণার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কতিপয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পানি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে এবং তাদের জন্য জীবিকায়ন কর্মসূচিতে তাদের সংস্কৃতিগত পছন্দের বিষয় প্রকল্প নকশাতে বিবেচনা করা। সবশেষে, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উভয় পর্যায়ে, এবং স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়াতে ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে উপরে উল্লেখিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ লক্ষ্যভুক্ত সকল উপকারভোগী তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ তুলে ধরতে পারবে।

এই প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ড ও অধিকার সুরক্ষা কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে নারী ও সংখ্যালঘু জনেগোষ্ঠীর উপরে সহিংসতা, এবং সামাজিক অবহেলা নিরসনে কাজ করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি কমিউনিটির সহিষ্ণুতা জোরদার করতে এই প্রকল্পে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সুযোগ সৃষ্টি করবে। নারী ও কিশোরী উপকারভোগীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করার ফলে জেন্ডার সমতা লালন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের মারবাধিকার লংঘনের ঘটনা, উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্প এলাকাতে এবং উপকারভোগীদের মাঝে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা (IPP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটি কিভাবে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়ন করবে নিচের খালি জায়গাতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

এটি একটি জেন্ডার কেন্দ্রিক প্রকল্প। অতি মাত্রায় পিতৃতান্ত্রিক ও শ্রেণি বৈষম্য বিশিষ্ট সমাজে নারী ও কিশোরীরা সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদ প্রাপ্তি ও দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে সহনশীলতা গড়ে তুলতে প্রয়োজন এমন জীবিকা কৌশল নির্ধারণে প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়। যেহেতু এই প্রকল্পে নারী ও কিশোরীদেরকে কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, এটি জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীলতা বৃদ্ধিতে জেন্ডার সম্পর্কিত মাত্রা যোগ করবে। এই প্রকল্পে হতদরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করা হয়েছে যেখানে নারীরা দ্বিগুণ প্রান্তিকীকরণের শিকার। পরিবারে তাদের অবস্থান অসম এবং সেইসাথে তারা আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিপদাপন্ন। কাজেই, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এমন নারীদেরকে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি থেকে কিশোরীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের জেন্ডার সম্পর্কিত প্রভাব থেকে উত্তরনে সাহায্য করে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ পরির্তনের লক্ষ্যে গৃহীত এই প্রকল্পের কমিউনিটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ছাড়াও, আরডব্লিউএইচ (RWH) সিস্টেম ও জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পদ ও প্রশিক্ষণের জন্য নারীর নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা নারীরা বর্তমান যে অসম পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তার রূপান্তর ঘটাবে। নারীদের অসম পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে শোচনীয় স্বাস্থ্যগত অবস্থা, পুষ্টিহীনতা, উপার্জনের অভাব এবং অন্যায় ও কখনো কখনো সহিংস সামাজিক আচরণ যা লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে এবং আরো ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যমান। এসকল পরিস্থিতি আরো বেশি শোচনীয় হয়ে ওঠে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী জীবিকা দক্ষতা সহায়তা প্রদান করা হবে যা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে দৃশ্যমান পরিবর্তন বয়ে আনবে, এবং নারীরা একটি ফলপ্রসূ মূল্য-শৃঙ্খলে অর্থপূর্ণভাবে সমন্বিত হবে। যদিও তাদের অনেকেই ইত্যেমধ্যে এতে অংশগ্রহণ করেছে, তবে তাদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক। পরম ঝুঁকিপ্রবণ পরিবেশে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং সেইসাথে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সাথে অভিযোজন সহায়ক জীবিকা সহায়তার সমন্বয় ঘটালে তা নারীদেরকে জলবায়ু জনিত বাহ্যিক অভিঘাতের প্রতি আরো বেশি সহনশীল করে তুলবে। নারী, পরিবার ও তারা যে কমিউনিটিতে বাস করে সেখানে বিশুদ্ধ ও সহজলভ্য পানির সুবিধা প্রদান করলে তা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য হবে একটি অমূল্য সম্পদ। এতে অনিরাপদ পানি পান করার ফলে তারা প্রতিনিয়ত যেসকল স্বাস্থ্যগত সমস্যার মুখোমুখি হয় (যেমন গর্ভবতী নারীদের মাঝে উচ্চহারে বিদ্যমান উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা) তা হ্রাস পাবে, এবং সেইসাথে নারীর পারিশ্রমিকবিহীন কাজের বোঝা লাঘব হবে।

এই প্রকল্প কিভাবে টেকসই পরিবেশকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করবে নিচের খালি জায়গাতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
এই প্রকল্পটি সাতক্ষীরা ও খুলনা দুটি জেলাতে বাস্তবায়ান করা হবে। এই দুটি জেলাতে বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা জনিত কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বুদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তীব্র। এই প্রকল্পে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। পানি প্রদান ও জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের উপাদানসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতা গড়ে তুলতে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ ইকো সিস্টেমের ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করবে, দূষণ রোধ জোরদার করবে এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে। নির্বাচিত জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডসমূহ এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে সেগুলি লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, পরিবর্তশীল বৃষ্টিপাতের ধরন, এবং জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার ঘটনার মতো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখে, এবং পরিবেশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলাতে এমনভাবে কাজ করে যাতে এগুলি পরিবেশের সহনশীল সক্ষমতাকে ততোটা প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। সবজি উৎপাদন (জলচাষ, নার্সারী ও তিল চাষ) ও মৎস্যচাষে (কাঁকড়া ও লোনা পানির মাছ চাষ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত উত্তম দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করলে স্থানীয়ভাবে অনুসৃত যেসকল চাষাবাদ পদ্ধতি প্রতিবেশের অবনয়নের জন্য দায়ী সেগুলির উপরে একটি ইতিবাচক রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে। এই প্রকল্পে কাঁকড়া চাষে প্রাকৃতিক উৎসের টেকসই ব্যবহার বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং কাঁকড়া ও কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহে প্রাকৃতিক উৎসের বিকল্প হিসেবে কাঁকড়ার হ্যাচারি প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পে এমন মাছ/কাঁকড়ার প্রাকৃতিক খাবারের উপরে নির্ভরতা হ্রাস করতে খাবার উন্নয়ন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংবেদনশীল ম্যানগ্রোভ এলাকা ব্যবস্থাপনায় সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্র আকারের লোনা পানির মৎস্যচাষের প্রভাবে সৃষ্ট লবণাক্ততা ও পানিতে কলকারখানা হতে নির্গত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মান উন্নত হবে। জীবিকার বিভিন্ন বিকল্প প্রদানে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিদ করার লক্ষ্যে লোনা পানির মৎস্যচাষের জন্য সতর্কতার সাথে এমন সব স্থানীয় প্রজাতি নির্বাচন করা হবে যেগুলি অন্য মাছকে আক্রমণ করে না এবং মাংসাশী নয়। সবশেষে, এই প্রকল্প জৈব সারের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রসার ঘটাবে যাতে উপকারভোগীরা কীটনাশকের উপরে নির্ভর না করে। পানি প্রদান কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক উভয় বিবেচনায় স্থানীয় প্রেক্ষাপটের উপযুক্ততার ভিত্তিতে আরডব্লিউএইচ (RWH) ব্যবস্থাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে, এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলিতে এগুলির ব্যবহারের প্রসার ঘটালে এর ফলে কমিউনিটিসমূহ যদি অতি মাত্রায় উত্তোলিত ও দূষণযুক্ত ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার থেকে সরে এসে ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে, তাহলে এর মাধ্যমে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ও রূপান্তরমূলক উপকার সাধিত হবে। যেহেতু লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে পানীয় জলের প্রধান উৎস ভূগর্ভস্থ পানি, যদিও ভূগর্ভস্ত পানির স্তরের গুণগত মান ও পরিমাণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, বর্তমান গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমেই আরো বেশি লবণাক্ত হয়ে উঠছে এবং এই পানি বহনযোগ্য পানি হিসেবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কাজেই, উন্নত মানের পানীয় জল সরবরাহের জন্য রিভার্স ওসমোসিস প্রযুক্তি ও লবণাক্ততা দূরীকরণের মতো পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। তবে, এই ধরনের পানি শোধন অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক বিচারে যথেষ্ট ব্যয়বহুল কারণ এগুলিতে উচ্চ মাত্রার জ্বালানী ব্যয় ও পরিচালনা ব্যয় হয় এবং এগুলি ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে দূষণ সৃষ্টি হবার ঝুঁকি থাকে (লোনা পানি নিগর্মণের ফলে)। সুতরাং, সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থাগুলির মধ্যে জিসিএফ অর্থায়নের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সমাধান হলো আরডব্লিউএইচ সিস্টেম যা ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন সৃষ্টি করবে। উপরে যেমনটি তুলে ধরা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক, কমিউনিটি ও পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তাবিত আরডব্লিউএইচ সিস্টেম ব্যবহার হবে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক এই তিন বিচারেই লাভজনক, এবং এটি বাংলদেশের জন্য সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরমূলক হবে যেখানে ইতিপূর্বে নির্ভর করা হতো শুধু ছোট আকারের (২,০০০ লিটার) বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা, এবং দূষণযুক্ত ও ক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠা ভূগর্ভস্থ পানির উপরে।

খ. সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ২: সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি কী কী? *দ্রষ্টব্য: সংযুক্তি ১- ঝুঁকি স্ক্রিনিং চেকলিস্ট (যেকোনো "হ্যা"বাচক উত্তরের ভিত্তিতে) এ চিহ্নিত সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশষগত ঝুঁকিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যদি সংযুক্তি ১ এ কোনো ঝুঁকি চিহ্নিত করা না হয়ে থাকে, তাহলে লিখুন "কোনো ঝুঁকি চিহ্নিত হয় নি"এবং প্রশ্ন নং ৪ এ চলে যান ও "নিম্ন ঝুঁকি নির্বাচন করুন। নিম্ন ঝুঁকির প্রকল্পের জন্য প্রশ্ন নং ৫ ও ৬ এর প্রয়োজন নেই।*	**প্রশ্ন ৩: সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহের গুরুত্বের মাত্রা কতটা?** *দ্রষ্টব্য: ৬ নং প্রশ্নে যাবার পূর্বে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।*			**প্রশ্ন ৬: সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় কী কী সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে এবং/অথবা প্রয়োজন (মাঝারি ও উচ্চ মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিসমূহের জন্য)?**
ঝুঁকির বর্ণনা	*প্রভাব ও সম্ভাব্যতা (১-৫)*	*গুরুত্ব (নিম্ন, মাঝারি, উচ্চ)*	*মন্তব্য*	*ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার বর্ণনা প্রকল্প নকশায় প্রতিফলিত হয়েছে। যদি ইএসআইএ ও এসইএসএ'র প্রয়োজন হয়, তাহলে মনে স্মরণ রাখুন ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়াতে সম্ভাব্য সকল প্রভাব ও ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।*
ঝুকি ১: পানি সরবরাহ সমাধান (বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ও পিএসএফ) ও জীবিকায়নের বিকল্প (জলচাষ, বৃক্ষরোপণ, কাঁকড়া খামার) উভয় সম্পর্কিত ঝুঁকি এবং জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ো বাতাস ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত ঝুঁকি	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক নড়ে যেতে পারে বা এর ভিত থেকে সরে যেতে পারে এবং এর ফলে আশেপাশের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এবং সেইসাথে জলোচ্ছ্বাসে পন্ড স্ট্যান্ড ফিল্টারের জন্য ব্যবহৃত পানির গুণগত মানের উপরে প্রভাব পড়তে পারে, এবং ঝড়ো হাওয়া, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের জীবিকার উপায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ভিত থেকে সরে যাবার ঝুঁকি হ্রাস করতে একে সিমেন্টের তৈরি প্ল্যাটফর্মের সাথে নিরাপদভাবে সংযুক্ত করতে হবে। কাঠামোগত অখণ্ডতা রক্ষা করতে ছাদ তৈরির উপাদানগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং পানি সংগ্রহ ব্যবস্থাটিকে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া নিরোধী করতে পানি প্রবেশের নালাগুলি নিরাপদভাবে স্থাপন করতে হবে। যদিও মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রতি সংবেদনশীল, তবুও আসন্ন কোনো চরম আবহাওয়ার ঘটনা থেকে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে ও সকল মজুদ সংগ্রহ করে নিতে সহায়তা করতে উপকারভোগীদেরকে আগাম সতর্ক করার ব্যবস্থা থাকবে।
ঝুঁকি ২: কাঁকড়া চাষের ঘেরে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	মৎস্যচাষে লোনা পানি ব্যবহার করা হবে। পুকুর থেকে নোনা পানি চুইয়ে, পুকুরের পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে এবং পুকুরের তলদেশে জমা পলি থেকে পাশের জমিতে লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়তে পারে।	সকল পুকুরের অবস্থান হবে বর্তমানে জোয়ারে পানিতে প্লাবিত হয় এমন স্থানে। কাঁকাড়া খামারের অবস্থান প্রকল্প টিম কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান করা হবে সরকারি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী। খামারগুলি হবে ছোট ও মাঝারি আকারের এবং কম ঘনত্ব বিশিষ্ট। খামারগুলি একটি অপরটি থেকে দূরে থাকবে যাতে পরিবেশের উপরে এগুলির সম্মিলিত প্রভাব হ্রাস করা যায়। এই প্রকল্পে বিদ্যমান চিংড়ি ঘেরগুলি ব্যবহার করা হবে। নতুন

				কোনো পুকুর সৃষ্টি করা হবে না। ঘের থেকে লোনা পানি চুইয়ে আশেপাশের জমির মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে মাটি পরীক্ষা করার পর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ঘেরের সীমানায় নালা স্থাপন করা হবে ও কিনারায় কাঁদা দিয়ে লাইনিং দেয়া হবে। মাটি ও পানির লবণাক্ততা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
ঝুঁকি ৩: জাত কাঁকড়া চাষের সম্প্রসারণের ফলে ইতোমধ্যে হুমকির মুখে পড়া কাঁকড়ার পোনার প্রাকৃতিক আধার আরো বেশি সংকটাপন্ন হবে এবং এটি স্থানীয় কমিউনিটিকে কাঁকড়া পোনা সংগ্রহের জন্য সুরক্ষিত সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনে ঢুকতে উৎসাহিত করবে যা সেখানকার জীববৈচিত্র্যের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	বর্তমানে বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষ নির্ভর করে ম্যানগ্রোভ এলাকা থেকে কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করার উপরে যার ফলে কাঁকড়ার প্রাকৃতিক আধার উজাড় হয়ে যাচ্ছে।	মৎস্যচাষের জন্য কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন করতে এই প্রকল্পের জীবিকায়ন উপাদানের অংশ হিসেবে কাঁকড়া হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রাকৃতিক পোনা জাতে না ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়তা প্রদান করা হবে। কাঁকড়ার পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের উপরে নির্ভরতা থেকে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উপরের নির্ভরতার সম্প্রসারণ ঘটাতে এই প্রকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সহায়ক নীতিমালা ও আইন-কানুন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের অধীনে কাঁকড়া খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৃষ্ট পোনার চাহিদা হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার মাধ্যমে পূরণ করা হবে।
ঝুঁকি ৪: কাঁকড়া হ্যাচারিগুলিতে অপর্যাপ্ত জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত প্যাথোজেন, অস্বাস্থ্যকর কর্মী ও উপকরণাদি ব্যবস্থাপনা, এবং সংক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ (কোয়ারেন্টাইন) ব্যতিত কোনো অর্গানিজম হ্যাচারিতে প্রবেশ করলে তা কাঁকড়া হ্যাচারির স্টকের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। লার্ভা বাঁচিয়ে রাখতে ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য কাঁকড়া চাষের নার্সারী পর্যায়ে উচ্চ মাত্রার জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন।	হ্যাচারির সুযোগসুবিধার নকশা প্রণয়ন করা হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প পরিচালনার উত্তম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং হ্যাচারির অংশ থেকে অন্য অংশে দূষণকারী পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে যেসব অংশে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেগুলির একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা রাখা হবে। জীবাণুমুক্তকরণ এলাকাকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা এলাকা থেকে আলাদা রাখা হবে, এবং কর্মীদেরকে যথাযথ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। হ্যাচারি পরিচালনার সময়সূচিতে পরিচ্ছন্নকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণের জন্য নিয়মিত বন্ধের সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্তর্গামী ও বহির্গামী পানি এবং বর্জ্য পানি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধন করা হবে। হ্যাচারি কর্মীদেরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত জৈব নিরাপত্তা প্রদানে শিল্প পরিচালনার উত্তম অভ্যাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, এবং জ্ঞান বিতরণ, কারিগরী দক্ষতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব দেয়া হবে।
ঝুঁকি ৫: জাত কাঁকড়া চাষে সঠিক পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব	প্রভাব=২ সম্ভাব্যতা=৪	**মাঝারি**	জাত কাঁকড়া চাষে প্রস্তাবিত জীবিকা সহায়তা কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট পরিসরে প্রদান করা হবে। খামারগুলি একটি থেকে আরেকটিকে দূরে স্থাপন করা সত্ত্বেও পুকুর/ঘের থেকে নিষ্কাশিত	বর্জ্য উৎপাদন সীমিত রাখতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের উত্তম শিল্প ব্যবস্থাপনা চর্চা প্রয়োগ করা হবে। উচ্চ মান সম্পন্ন খাবার ব্যবহার করা হবে এবং খামারগুলি কম ঘনত্বে করা হবে। রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক, ওষুধ ও বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন ব্যবহার না করার মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত উত্তম চর্চা প্রয়োগ করা হবে। পারিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচেনায় রেখে এই প্রকল্পে কাঁকড়া সংগ্রহ,

			বর্জ্য পানি আশেপাশের জলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এটি অন্তর্গামী পানিকে দূষিত করতে পারে এবং এতে খামারের উপরে ইউট্রোফিকেশন, বিষাক্ততা ও রোগ ছড়িয়ে পড়ার মতো মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। কাঁকড়ার খাবারের অবশিষ্টাংশ ও মাছের বিষ্ঠাযুক্ত অপরিশোধিত বর্জ্য পানি অন্তর্গামী পানির প্রবাহে পুষ্টি দূষণ ঘটাতে পারে।	প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও পবিহনের মতো বিষয়গুলির মাঝে সাপ্লাই চেইন সংযোগ সহায়তা প্রদান করা হবে। পানির মান ও পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাব এড়াতে খামারগুলিকে ভৌগলিক অবস্থানগত দিকে দিয়ে দূরে দূরে স্থাপন করা হবে। টেকসই পুষ্টি রিসাইক্লিং সিস্টেম (bioremediation) গড়ে তুলতে সমুদ্রশৈবাল ও শ্যাওলার সমন্বয়ে পলিকালচার ব্যবস্থায় খামার করা বিষয়ে গবেষণা করা হবে এবং সফল হলে এই ব্যবস্থা আরো বড় পরিসরে প্রয়োগ করা হবে। ইএসএমএফ অনুসারে পানির মান পরিবীক্ষণ করা হবে এবং সকল মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের অবস্থান পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল ম্যানগ্রোভ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে।
ঝুঁকি ৬: কাঁকড়া রোগবালাইয়ের ঝুঁকি	প্রভাব=২ সম্ভাব্যতা=৪	**মাঝারি**	হ্যাচারি ও ঘের উভয় জায়গাতেই কাঁকড়া চাষ রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হবার প্রতি সংবেদনশীল, এবং মজুদের ঘনত্ব বেশি হলে ও পানির মান খারাপ হলে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি আরো বেশি বেড়ে যায়।	জাত কাঁকড়া চাষে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে কাঁকড়া হ্যাচারি সুবিধাসমূহের জন্য ব্যবহৃত বায়োসেফটি প্রটোকলের মতো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুসৃত উত্তম শিল্প ব্যবস্থাপনা চর্চা প্রয়োগকরা হবে। কম ঘনত্ব রক্ষা করা (1.5/m2 এর বেশি নয়) বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং পানির মান, খাবার গ্রহণ ও রোগবালাইয়ের ঘটনা কঠোরভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।
ঝুঁকি ৭: এ্যকুয়াজিওপোনিক সিস্টেমে কাঁকড়া ও লোনা পানির মাছ চাষের খামারে কাঁকড়া/মাছের খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সরবরাহের চাহিদার কারণে মাছের প্রাকৃতি মজুদ উজাড় হয়ে যাচ্ছে	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	মাছের খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কাঁকড়ার জন্য ব্যবহৃত খাবারের জন্য ছোট ও কম মূল্যের মাছ, শুটকি মাছ ও চিংড়ির মাথা ব্যবহার করা হয়। তবে এগুলি টেকসই উপায়ে সংগ্রহ না করলে মাছের প্রাকৃতিক মজুদের উপরে চাপ পড়তে পারে। এছাড়াও, চিংড়ির মাথা স্থানীয়ভাবে মানব খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই, কাঁকড়ার খাবারের জন্য এর চাহিদা বাড়লে মানব খাদ্য হিসেবে এর সরবারহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।	এই প্রকল্পে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং ছোট মাছ ও মাছের তেলের উপনের নির্ভর করে না এমন উদ্ভিদজাত উৎস হতে উচ্চ মানের কাঁকড়া/মৎস্য খাদ্য গবেষণায় সহায়তা প্রদান করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খাবারের আমিষ/ চর্বি জাতীয় উপাদানের চাহিদা পূরণের জন্য কম মূল্যের মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের উপজাত দ্রব্য ও চিংড়ির মাথা ব্যবহার করা হবে, এবং সম্পূরক হিসেবে ভার্মিকালচার ব্যবহার করা হবে। কাঁকড়ার জন্য সময়ের সাথে সাথে এর ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে এবং ক্রমেই মৎস্য খামারের জন্য ছোট মাছ ব্যবহার থেকে সরে আসার জন্য সরকারি পর্যায়ে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হবে।
ঝুঁকি ৮: মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনে জেন্ডার সমন্বয়ের অভাব	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনে নারীরা একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে। তবে, নারীদের	নারীদের অংশগ্রহণ না করার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এই প্রকল্পে এসকল কারণ চিহ্নিত করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। নারী উপকারভোগীদের জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

			উপযোগী কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় সামাজিক নিয়ম কানুন ও বিশ্বাসের কারণে; বাড়ির বাইরে চলাচলের উপরে কঠোরতা (পর্দা); এবং নারীদের পারিশ্রমিক বিহীন কাজের বোঝার কারণে নারীদের অংশগ্রহণ সিডিং ও ফিডিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং মৎস্যচাষ ভ্যালুচেইনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে নারীদের সমন্বিত করার উদ্যোগের একটি মিশ্র ফল পাওয় গেছে।	মৎস্যচাষ বিষয়ে জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অভাব দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নমনীয় প্রশিক্ষণ সূচি, প্রয়োজন হলে বাড়িতে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং নারী প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সকল প্রশিক্ষণ পরিকল্পিত হবে জেন্ডার রেসপন্সিভ উপায়ে। এছাড়াও, পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এবং কমিউনিটি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই প্রকল্পে নারী উপকারভোগীদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে এবং দর কষাকষির দক্ষতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজারে প্রবেশগম্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রকল্পে খাঁচায় মাছ চাষের পরিবর্তে ঘেরে মাছ চাষের পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে যাতে আরো ভালোভাবে নারীদেরকে সমন্বিত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পে কর্মকাণ্ডের কার্যকারীতা বিষয়ে নারী ও পুরুষদের বিষয়ে আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে এই প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্প হতে লব্ধ শিক্ষা প্রয়োজন অনুসারে কর্মকাণ্ড পরিমার্জনে কাজে লাগানো হবে। স্টেকহোল্ডার পারমর্শের অংশ হিসেবে নারীদের সাথে ক্রমাগত আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের আগামী বছরগুলিতে উপকারভোগীদের স্বার্থ ও মতামত প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা নিশ্চিত করা হবে।
ঝুঁকি ৯: মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডে অভিজাতদের দখল এবং ভূমির অধিকারের মেয়াদ সংক্রান্ত সমস্যা	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	চিংড়ি চাষের ভ্যালু চেইনে দেখা গেছে যে এই খাতে ভালো চাহিদা ও লাভ থাকাতে আগে যে সকল সম্পত্তি বছরের কিছু সময় বা সারা বছর ধরে জনসাধারণের অধিকারে ছিল তা কার্যকর বেসরকারিকরণ উদ্যোগের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে (মধ্যস্বত্বভোগী, স্থানীয় অভিজাত ও কোম্পানীর দখলে চলে গেছে), এবং এর ফলে এসকল সম্পত্তি প্রকৃত অভাবী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের পরিবর্তে প্রভাবশালী ও স্থানীয় অভিজাতরা নিয়ন্ত্রণ করে।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রারম্ভিক পর্যায়েই কমিউনিটিতে নারীদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের অধিকারসহ উপকারভোগীদের ভূমি ব্যবহারের মেয়াদ সুরক্ষিত করা হবে। অভিজাত ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি দখলের বিষয়টি প্রকল্পের আওতায় পরিবীক্ষণ করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্তরণের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের মেয়াদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের সুযোগ নিশ্চিত হবে।

ঝুঁকি ১০: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক স্থাপন প্রক্রিয়াতে বর্জ্য উৎপাদন	প্রভাব=২ সম্ভাব্যতা=২	নিম্ন	এই প্রকল্পের আওতায় বৃষ্টির পানি ধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে অনেক বড় ট্যাংক স্থাপন করা হবে এবং পারিবারিক পর্যায়ে ছোট ট্যাংক স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পের চাহিদার অতিরিক্ত পাইপ কাটা ও গাটারিং থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে।	ট্যাংক স্থাপনের পূর্বে পানির উৎসের নৈকট্য, বিদ্যামান ছাদ তৈরির উপাদানের উপযুক্ততা, এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকার বিষয়সমূহ পরিপূর্ণ বিবেচনায় রেখে স্থান পরিদর্শন করা হবে। বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থার নকশা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট উপকরণ ক্রয় নিশ্চিত করতে সঠিক মাপ নেয়া হবে যাতে বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা যায়। এছাড়াও, বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে যথাসম্ভব পূর্ব হতে প্রস্তুত উপকরণাদি কেনা হবে।
ঝুঁকি ১১: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাৎক স্থাপনের সময় পলি প্রবাহ	প্রভাব=২ সম্ভাব্যতা=২	নিম্ন	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংকের জন্য সমতল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে মাটি ভরাটের প্রয়োজন হবে। মাটির কাজের ফলে পলিমাটি প্রবাহিত হবে এবং এই পলি যদি যথাযথভাবে আটকে রাখা না যায় তাহলে তা বায়ু দূষণ ঘটাবে বা বৃষ্টি সময়ে ভূমির উপর দিয়ে পানির সাথে ছড়িয়ে যাবে।	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের কাজ করানো হবে আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ কোম্পানীকে দিয়ে যারা ট্যাংক স্থাপনের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ক্ষতিকর পলি প্রবাহ বন্ধ করতে ভূমিক্ষয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পলি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (EDSCP) প্রণয়ন করা হবে যাতে ট্যাংক স্থাপনা হতে পলি প্রবাহ আটকাতে পলি নিরোধক পর্দা ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও, মাটির কাজ করা হবে শুষ্ক মৌসুমে এবং মাটিকে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে যাতে তলানি প্রবাহ হ্রাস করা সম্ভব হয়। এসকল প্রভাব স্থান ও কাল উভয় দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ঝুঁকি ১২: বিদ্যমান পানির উৎসের দূষণ	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=২	**নিম্ন**	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংক নির্মাণের জন্য সমতল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে মাটি ভরাটের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ, পুষ্টি উপাদান, ভারী ধাতু ও অন্যান্য দূষণকারী উপাদান ছড়িয়ে পড়তে পারে যা বিদ্যমান পলির সাথে মিশে যেতে পারে। এগুলি পানি প্রবাহপথ ও ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করতে পারলে ভূপৃষ্ঠের পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের অবনয়নের ঝুঁকি থাকে (ঝুঁকি ৩ দ্রষ্টব্য)।	উপরে উল্লেখিত বিষয়ের মতোই, বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থ যাতে পানি প্রবাহের পথে বা ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে না পারে, এবং তলানি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে ইডিএসসিপি'র পাশাপাশি একটি পানির মান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে থাকবে পলি ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তা পরীক্ষা করা এবং এমনভাবে পরিকল্পনা করা যাতে বৃষ্টির সময় কোনো কাজ না করা হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলেই পলির নিচে যথোপযুক্ত উপকরণ স্থাপন করতে হবে যাতে তা চুইয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে না পারে। সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে উৎসের পানির মান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে ব্যবস্থাপনা উদ্যোগসমূহ প্রতিক্রিয়াশীল উপায়ে গ্রহণ না করে বরং অগ্রীম উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভভ হয়।
ঝুঁকি ১৩: আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	প্রভাব=১ সম্ভাব্যতা=২	**নিম্ন**	এই প্রকল্পে অনেকগুলি স্থানে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। অবকাঠামো স্থাপন করার সময় পলি ও উদ্ভিজ্জ উপাদান ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য নির্মিত কংক্রিটের ভিত ও পোস্ট নির্মানের সময় বর্জ্য উৎপাদিত হতে পারে।	সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপনের পূর্বে প্রতিটি স্থান মূল্যায়ন করতে পরিপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করা হবে। যন্ত্রপাতি বসানো হবে শুধু সরকারি জমিতে। যাতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণাদির প্রয়োজন হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এবং এভাবে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হবে। এছাড়াও, যে ধরনের খোড়াখুড়ির কাজ করা হবে বর্তমানে অনুমান করা যায় তা খুবই ছোট আকারের হবে (যেমন পোস্ট ধারণ করার জন্য ছোট গর্ত খুড়ে তার ভিতরে কংক্রিট দিয়ে ভরাট করা হবে)। এই গর্ত খোড়ার কাজ অবশ্যই ইএসএমএফ এ যে ভূমিক্ষয় ও পলি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা আছে তা অনুসরণ করে করা হবে। কাজেই ধারণা করা যায় যে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাজের এই অংশটি বাড়তি কোনো প্রভাব ফেলবে না।
ঝুঁকি ১৪: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করলে এর টেকসহিতার অভাব ও জনস্বাস্থ্যের উপরে এর প্রভাব জনিত ঝুঁকি	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক এর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে সহজ। লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে নতুন ও বড় আকারের ট্যাংকের ব্যবহার নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক হবে। কাজেই এগুলির ব্যবহারও রক্ষণাবেক্ষণ	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি পরিবেশগত আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, সম্ভাব্যতা পরীক্ষার অংশ হিসেবে এর ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণের একটি বিস্তারিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পানিকে অনুজীব ঘটিত দূষণ মুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে অতি বেগুনি রশ্মি দ্বারা জীবানুমুক্ত করা হবে এবং সেই সাথে পানি ধরার উন্মুক্ত অংশটি হতে কোনো প্রকার আবর্জনা বা অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ যাতে

			সঠিকভাবে করতে না পারলে এ থেকে অণুজীব জনিত দূষণ সৃষ্টি হতে পারে অথবা এই ট্যাংকগুলি মশার প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।	পানির সাথে ট্যাংকে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে ফার্স্ট ফ্লাশ সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক পরিচালনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে কমিউনিটির নেতৃত্ব ভিত্তিক একটি কমিটির মাধ্যমে। এই কমিটি গঠন করা হবে যেসকল নারী এই ট্যাংক থেকে পানি সংগ্রহ করবে তাদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে। এই দায়িত্ব প্রদান করা হবে এক বছরের জন্য। সবশেষে, ইএসএমএফ অনুসারে নিয়মিতভাবে পানির মান পরীক্ষা করা হবে।

ঝুঁকি ১৫: সামাজিক দ্বন্দ্ব, ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যসহ (আদিবাসী ও হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু),উপকারভোগী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ, পরিবারের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং/অথবা জেণ্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সম্ভাবনা	প্রভাব=৩ সম্ভাব্যতা=৩	**মাঝারি**	লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে অতি দরিদ্র ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে। লক্ষ্যভূক্ত এলাকাগুলিতে অতি দরিদ্র হিন্দু পরিবার (সাতক্ষীরা ও খুলনা উভয় জেলাতে মোট জনসংখ্যার ৩০%) রয়েছে, এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আদিবাসী পরিবার রয়েছে। এসকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা পানির সুবিধা প্রাপ্তি ও জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে (কমিউনিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে)। এছাড়াও, উভয় ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবস্থা জনিত কারণে কর্মসূচিতে নির্বাচিত না হলে বা উপেক্ষিত হলে সংঘাত সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু এই প্রকেল্পর প্রধান লক্ষ্য নারীরা এবং নারীদেরকে এখানে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রদান করা হবে, এটি সমাজে এতদিন ধরে নারী ও পুরুষের ভূমিকার যে ধরনের নিয়মনীতি চলে আসছে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হবে যা পরিবারের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি করতে পারে।	একটি কঠোর ও স্বচ্ছ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে যেন লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রকল্পের সুবিধা সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয় এবং ধর্মীয় বিবেচনার ভিত্তিতে কোনো উপকারভোগী নির্বাচন করা না হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকবে এবং উপকারভোগী কমিউনিটিতে স্টেকহাল্ডার পরামর্শের সময় প্রক্রিয়াটি পরিস্কারভাবে ব্যখ্যা করা হবে। চুড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্তি প্রতিফলিত হবে। বৃষ্টির পানি ধারণ ঠ্যাংক স্থাপনের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পানি সংগ্রহের জন্য যেন একটি স্থান থাকে না সে বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এছাড়াও, পারিবারিক পর্যায়ে ট্যাংক স্থাপনের জন্য পরিবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড পর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্বাচন করা হবে। প্রকল্প মূল্যায়নে একটি মানবাধিকার ভিত্তিক ও সংঘাত সংবেদনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে এবং প্রকল্পের সুবিধা যেন সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয় তা নিশ্চিত করা হবে। কোনো সংঘাত বা বৈষম্যের ঘটনা ঘটলে প্রকল্পের সকল উপকারভোগীর মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। এই প্রকল্পে জেন্ডার ইস্যু, সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ও নারীদের জন্য "যথোপযুক্ত কাজ" বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জিআরএম ফোকাল পয়েন্টকে সামাজিক প্রান্তিকীকরণ বিষয়ে সংবেদনশীলতার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নারী ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করে ও এবং কিভাবে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা হবে। এছাড়াও, প্রকল্প পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাতে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও কমিউনিটি পর্যায়ে সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হবে।

	প্রশ্ন ৪: প্রকল্পের সার্বিক ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাশ পদ্ধতি কী?		
	যেকোনো একটি নির্বাচন করুন (দিকনির্দেশনার এসইএসপি নির্দেশনা দ্রষ্টব্য)		**মন্তব্য**
	নিম্ন ঝুঁকি	☐	

	মাঝারি ঝুঁকি	X	এই প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব রয়েছে যা ইএসএমএফ এ প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী প্রশমন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশমন করা সম্ভব। এই প্রকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কিছু মাঝারি মাত্রার সামাজিক সমস্যাও রয়েছে । তবে, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এগুলি সমাধানের উপায় বের করা হয়েছে। এছাড়াও, এই প্রকল্পে মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই ও জীবৈচিত্র্যের উপরে প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে যা ইএসএমএফ অনুসরণ করে প্রশমন করা সম্ভব। সবশেষে, বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে না করলে তা থেকে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে যা একইভাবে ইএসএমএফ অনুসরণ করে প্রশমন করা যাবে।
	উচ্চ ঝুঁকি	☐	
	প্রশ্ন ৫: চিহ্নিত ঝুঁকি ও ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাশের ভিত্তিতে এসইএস এর কোন কোন শর্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য?		
	কোন কোন শর্ত প্রযোজ্য তা চেক করুন		**মন্তব্য**
	নীতি ১: মানবাধিকার	X	সবেচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত আর্থ-সামাজিক জনগোষ্ঠী যাদের জলবায়ু পরির্তনের প্রতি সহনশীলতা গড়ে তোলার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ হতদরিদ্র পরিবারের নারীদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য আন্তঃসেকশনাল প্রান্তিকীকরণের শিকার এমন নারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে (নারী-প্রধান পরিবার ইত্যাদি) এই প্রকল্পে একটি মানবাধিকার ভিত্তিক ধারণা গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার, প্রান্তিক এবং দরিদ্রতম ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অবহেলিত হবার কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে।
	নীতি ২: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	X	বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈষম্য দূর করতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ঝুঁকিগ্রস্ত ও হতদরিদ্র পরিবারের নারী ও কিশোরীদেরকে সরাসরি লক্ষ্য করে।
	১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	X	এই প্রকল্পের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সংরক্ষিত সুন্দরবন এলাকার নিকটবর্তী (বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশভুক্ত এলাকা) এবং পরিবেশগত দিক দিয়ে সংবেদনশীল ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের নিকটবর্তী অঞ্চলে। প্রকল্পে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহ এড়িয়ে পার্কের সীমানার চতুর্দিকে ১০ কি.মি. বাফার জোন সুরক্ষিত রেখে এবং নিয়ন্ত্রণের সহায়তা সহ প্রভাব ব্যবস্থাপনা করতে ইএসএমএফ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জীবিকায়ন

			কর্মকাণ্ডে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক উৎসের উপরে চাপ হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে এ প্রকল্পে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হবে।
	২. জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন	X	এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় নির্গমন ঘটবে না। এই প্রকল্প বরং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকে ইতিবাচক সুবিধা প্রদানে ব্যবহার করবে, এবং এর উপকারভোগীদেরকে জীবিকা সহয়তা প্রদান করবে। এছাড়াও, এটি পরিবির্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির প্রভাব প্রশমনে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রদান গড়ে তুলবে।
	৩. কমিউনিটি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ	X	এই প্রকল্প বহনযোগ্য উন্নতমানের পানি সরবরাহের মাধ্যমে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির ইতিবাচক সুবিধা প্রদান করবে। এর ফলে পরিবেশ ও কমিউনিটিকে মূল্যবান সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি মানুষের আয়ু ও তাদের উপার্জনের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করবে। বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপরে ক্ষতিকর প্রভাবের ঝুঁকি কিছুটা থাকলেও ইএসএমএফ অনুসরণ করে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
	৪. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	☐	এই প্রকল্প জানা মতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপরে কোনো প্রভাব ফেলবে না।
	৫. বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসন	☐	এই প্রকল্পে বাস্তুচ্যুতি বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না।
	৬. আদিবাসী জনগোষ্ঠী	X	এই প্রকল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। তবে, প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে আদিবাসী পরিবার আছে যাদের সাথে নিয়মিতভাবে আলাপ-আলোচনা করা হবে।
	৭.দূষণ রোধ ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা	X	এই প্রকল্পে মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড ও কৃষি কর্মকাণ্ডের ফলে এবং বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক নির্মাণ পর্যায়ে কিছুটা সীমিত মাত্রার দূষণ সৃষ্টি হবে। তবে ইএসএমএফ অনুসরণ করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

Final Sign Off

স্বাক্ষর	*তারিখ*	*বর্ণনা*
আঞ্চলিক মান নিশ্চিতকরণ (QA) মূল্যায়নকারী	২৫ আগস্ট ২০১৭	প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ইউএনডিপি স্টাফ সদস্য, সাধারণত একজন ইউএনডিপি প্রোগ্রাম অফিসার। চুড়ান্ত স্বাক্ষর নিশ্চিত করবে তারা "চেক" করেছেন যে এসইএসপি পর্যাপ্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে
মান নিশ্চিতকরণ (QA) অনুমোদনকারী	২৫ আগস্ট ২০১৭	ইউএনডিপি সিনিয়র ম্যানেজার, সাধারণত ইউএনডিপি ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর (DCD), কান্ট্রি ডিরেক্টর (CD), ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টিটিভ (DRR) বা রেসিডেন্ট রিপ্রেন্টেটিভ (RR)। মান অনুমোদনকারী একই সাথে মান মূল্যয়ানকারীও হতে পারবেন না। চুড়ান্ত স্বাক্ষর নিশ্চিত করবে যে পিএসি'র (PAC) নিকট জমা দেবার পূর্বে তাঁরা এসইএসপি "ক্লিয়ার" করেছেন।
পিএসি চেয়ার	২৮ আগস্ট ২০১৭	ইউএনডিপি পিএসসি'র চেয়ার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মান অনুমোদনকারীও পিএসি চেয়ার হতে পারেন। চুড়ান্ত স্বাক্ষর নিশ্চিত করবে যে প্রকল্প এপ্রেইজাল এর অংশ হিসেবে এবং পিএসি'র সুপারিশে এসইএসপি বিবেচনা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করবে।

এসইএসপি (SESP) সংযুক্তি ১: সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি স্ক্রিনিং চেকলিস্ট

সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির চেকলিস্ট		
নীতি ১: মানবাধিকার		উত্তর (হ্যাঁ/না)
১.	এই প্রকল্প কি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর এবং বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, মানবাধিকার (সিভিল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক) ভোগ করার উপরে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?	না
২.	এই প্রকল্পে কি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর উপরে, বিশেষ করে দরিদ্র বা প্রান্তিক বা অবহেলিত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর উপরে কানো অসাম্যমূলক বা বৈষম্যমূলক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কি?	হ্যা
৩.	এই প্রকল্পের পক্ষে কি বিশেষ করে প্রান্তিক ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সম্পদ বা মৌলিক সেবাসমূহের প্রাপ্যতা, মান ও এগুলির প্রতি প্রবেশগম্যতা বাধাগ্রস্ত করার সম্ভাবনা আছে?	না
৪.	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো সম্ভাবনা আছে যে বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত স্টেকহোল্ডারগণ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে?	না
৫.	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো ঝুঁকি আছে যে দায়িত্বপালনকারী কেউ তাঁদের কর্তব্য পালনে সক্ষম নন?	হ্যা
৬.	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো ঝুঁকি আছে অধিকার ভোগ করার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তাদের অধিকার দাবী করার মতো সক্ষমতা নেই?	হ্যা
৭.	স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়ার সময় কি স্থানীয় কমিউনিটি বা কোনো ব্যক্তি, সুযোগ দেবার পর, এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার বিষয়ে কোনো সমস্যার কথা তুলে ধরেছে?	না
৮.	এ প্রকল্পটি কি আক্রান্ত কমিউনিটি ও ব্যক্তিদের মাঝে সংঘাত এবং/বা সহিংসতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে?	না
নীতি ২: জেন্ডার সমতা ও নারীরর ক্ষমতায়ন		
১.	এমন কোনো সম্ভাবনা কি আছে যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জেন্ডার সমতা এবং/অথবা নারী ও কিশোরীদের অবস্থার উপরে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?	না
২.	এই প্রকল্প বিশেষ করে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণে বা সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে কি নারীর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে?	না
৩.	স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়াতে কি নারীদের কোনো দল/নেতা জেন্ডার সমতা বিষয়ে এই প্রকল্প সম্পর্কিত কোনো উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরছে এবং সেই বিষয়টি কি প্রকল্প প্রস্তবনা ও ঝুঁকি মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?	না
৪.	এই প্রকল্প কি পরিবেশগত সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও অবস্থান বিবেচনায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রদানে নারীর সক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে?	না
নীতিমালা ৩: টেকসই পরিবেশ: পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহ স্ক্রিনিং প্রশ্নমালা নিম্নে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডসমূহ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী দ্বারা পরিবেষ্টিত		
মানণ্ড ১: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
১.১	এই প্রকল্প কি বন্য প্রাণীর আবাস (যেমন পরিবর্তিত, প্রাকৃতিক ও সঙ্কটপূর্ণ আবাস) এবং/অথবা প্রতিবেশ ও প্রতিবেশগত সেবার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?	হ্যা
১.২	প্রকল্পে কোনো কার্যক্রম কি বন্যপ্রাণীর সঙ্কটপূর্ণ আবাসের ভিতরে তার নিকটবর্তী এলাকাতে এবং/অথবা আইনগতভাবে সুরক্ষিত এলাকাসহ পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা (যেমন প্রাকৃতিক অভয়াশ্রম, জাতীয় উদ্যান), কর্তৃপক্ষ এবং/অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক সুরক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে বা এরূপ উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে এমন এলাকাতে পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়েছে?	হ্যা

১.৩	এই প্রকল্পে কি ভূমি ও সম্পদ ব্যবহারে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে যা বন্যা প্রাণীর আবাস, প্রতিবেশ, এবং/অথবা জীবিকার উপরে প্রভাব ফেলতে পারে? (দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের বিধিনিষেধ এবং/অথবা সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য, মানদণ্ড ৫ দ্রষ্টব্য)	হ্যা
১.৪	প্রকল্পের কার্যক্রম কি কোনো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে?	না
১.৫	প্রকল্পটি কি কোনো আগ্রাসী প্রজাতি এবং বাইরে থেকে নিয়ে আসা কোনো নতুন প্রজাতি চালুর ঝুঁকি সৃষ্টি করবে?	না
১.৬	এই প্রকল্পে কি প্রাকৃতিক বন কাটা, বৃক্ষরোপন, বা বন উজাড়ীকরণ করা হবে?	হ্যা
১.৭	এই প্রকল্পে কি মাছ বা অন্য কোনো জলজ প্রাণী উৎপাদন এবং/অথবা সংগ্রহ করা হবে?	হ্যা
১.৮	এই প্রকল্পে কি ভূপৃষ্ঠস্থ বা ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক মাত্রায় উত্তোলন, গতিপথ পরিবর্তন বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হবে? যেমন বাঁধ, জলাধার নির্মাণ বা নদীর অববাহিকা উন্নয়ন, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন	না
১.৯	এই প্রকল্পে কি কোনো জেনেটিক সম্পদ (যেমন সংগ্রহ এবং/অথবা ফসল তোলা, বাণিজ্যিক উন্নয়ন) ব্যবহার করা হবে?	না
১.১০	এই প্রকল্প কি সম্ভাব্য বিরূপ আন্তঃসীমান্ত প্রভাব বা আন্তর্জাতিক পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করবে?	না
১.১১	এই প্রকল্পের ফলে কি পরোক্ষ বা প্রভাবসৃষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করবে যার বিরূপ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব পড়তে পারে, অথবা এটি কি ঐএলাকাতে বিদ্যমান বা পরিকল্পিত কোনো কার্যক্রমের সাথে সম্মিলিত প্রভাব সৃষ্টি করবে? উদাহরণস্বরূপ, বনভূমির মধ্য দিয়ে কোনো নতুন রাস্তা নির্মাণ করলে তার প্রত্যক্ষ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব পড়বে (যেমন, গাছ নিধন, মাটির কাজ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের স্থানান্তর)। এছাড়াও, নতুন রাস্তা তৈরির ফলে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী কর্তৃক ভূমি দখল উৎসাহিত করতে পারে, অথবা সম্ভাব্য সংবেদনশীল এলাকায় রাস্তার ধারে অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে। এগুলি পরোক্ষ প্রভাব বা প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলজনিত প্রভাব এবং এগুলিকে গুরুতের্ব সাথে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়াও, একই বনে যদি একই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রম পরিকল্পিত হয় (এমনকি সেগুলি একই প্রকল্পের অধীনে নাও হতে পারে), তাহলে বহু কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত প্রভাব বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।	না
মানদণ্ড ২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন		
২.১	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে কি গুরুত্বপূর্ণ[১] মাত্রায় গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হবে বা জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতির আরো বেশি অবনতি হবে?	না
২.২	এই প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ কি জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহের জন্য সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ হবে?	হ্যা
২.৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সামাজিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করবে (এটি অপ্রত্যাশিত অভ্যাস নামেও পরিচিত)? যেমন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আরো বেশি বন্যাবিধৌত পাললিক সমভূমি গঠন উৎসাহিত করতে পারে যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি, বিশেষ করে বন্যার প্রতি, মানুষের বিপদাপন্নতা আরো বেড়ে যেতে পারে।	না
মানদণ্ড ৩: কমিউনিটি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ		
৩.১	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান যেমন নির্মাণ, পরিচালনা, বা ডিকমিশনিং কি স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সম্ভাব্য কোনে নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করবে?	না

[১]কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের ক্ষেত্রে 'গুরুত্বপূর্ণ নির্গমন' বলতে বছরে ২৫,০০০ টনের বেশি নির্গমনকে বোঝায় (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে)। [জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন বিষয়ক নির্দেশনা নোটে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে।]

৩.২	এই প্রকল্প কি কোনো ক্ষতিকারক বা বিপদজনক পদার্থ (যেমন, নির্মাণ বা পরিচালনার সময় বিস্ফোরক দ্রব্য, জ্বালানি, বা অন্যান্যা কোনে রাসায়নিক দ্রব্য) পরিবহন, মজুদ, ব্যবহার এবং/অথবা পরিত্যাগ জনিত কারণে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য কোনো সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে?	না
৩.৩	এই প্রকল্পে কি কোনো বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে (যেমন, বাঁধ, রাস্তা, ভবন)?	না
৩.৪	এই প্রকল্পের কোনো কাঠামোগত উপাদানের ব্যর্থতা কি কমিউনিটির জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে (যেমন, ভবন বা অবকাঠামো ধ্বংস)?	না
৩.৫	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি ভূমিকম্প, অধঃপতন, ভূমিধ্বস, ভাঙন, বন্যা বা চরমভাবাপন্ন জলবায়ু পরিস্থিতির প্রতি নাজুক হবে বা এসকল দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে?	না
৩.৬	প্রকল্পটি কি সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে (যেমন, পানিবাহিত বা অন্যান্য বাহক বাহিত রোগ, বা এইচআইভি/এইডস এর মতো সংক্রামক রোগ)?	হ্যা
৩.৭	এই প্রকল্প কি নির্মাণ, পরিচালনা বা ডিকমিশনিং পর্যায়ে ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক ও বিকিরণ জনিত আপদের কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করবে?	না
৩.৮	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো কর্মসংস্থান বা জীবিকায়ন সহায়তা প্রদান করা হবে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থ হতে পারে (অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মৌলিক সনদসমূহের নীতিমালা ও মানদণ্ড)	না
৩.৯	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকবে যারা স্থানীয় কমিউনিটি এবং/অথবা ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে (যেমন, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা জবাবদিহিতার অভাবে)?	না
মানদণ্ড ৪: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য		
৪.১	প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের ফলে কি এমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে যা কোনো স্থান, কাঠামো, বা ঐতিহাসিক ,সাংস্কৃতিক, শিল্পগত, ঐতিহ্যগত বা ধর্মীয় মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির অস্পর্শনীয় কোনো্া বিষয়ের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে? (বি:দ্র: এমনকি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে প্রকল্পে গৃহীত কোনো উদ্যোগেরও অসাবধানতাবশত বিরূপ প্রভাব থাকতে পারে)	না
৪.২	প্রকল্পটি কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো স্পর্শনীয় ও অস্পর্শনীয় দিকের বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রস্তাব করে?	না
মানদণ্ড ৫: স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন		
৫.১	এই প্রকল্প কি অস্থায়ী বা স্থায়ী এবং পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে?	না
৫.২	এই প্রকল্পের ফলে কি অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে (যেমন, ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রবেশের উপরে বিধি নিষেধের কারণে সম্পদহানি, বা সম্পদে প্রবেশগম্যতা হারানো- এমনকি কোনো শারীরিক স্থানচ্যুতি না ঘটলেও)?	না
৫.৩	এই প্রকল্পে কি কোনো প্রকার জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হবার মতো ঝুঁকি আছে ?[৩]	না
৫.৪	প্রস্তাবিত প্রকল্প কি ভূমি ব্যবহারের মেয়াদ এবং/অথবা কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পত্তির অধিকার/প্রথানুগ জমি/ভূখণ্ড এবং/অথবা সম্পদের অধিকারের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে?	হ্যা
মানদণ্ড ৬: আদিবাসী জনগোষ্ঠী		
৬.১	প্রকল্প এলাকাতে কি কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে (প্রকল্পের প্রভাব বলয় সহ)?	হ্যা
৬.২	এই প্রকল্প বা এর কোনো অংশবিশেষের অবস্থান কি আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা দাবী করে এমন কোনো ভূখণ্ডে পড়তে পারে?	না

[৩] জোরপূর্বক উচ্ছেদের মধ্যে পড়ে এমন কোনো কাজ করা এবং/অথবা কাউকে কোনো কিছু থেকে বাদ দেয়া যাতে বল প্রয়োগ করে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কমিউনিটিকে তাদের দখলে থাকা বা তারা যার উপরে নির্ভরশীল এমন বাড়িঘর এবং/অথবা ভূমি বা সর্বসাধারণের সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কমিউনিটিকে যথাযথ আইনী বা অন্য কোনো ধরনের সুরক্ষা ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট আবাসস্থল, বাসস্থান, বা অবস্থানে বসবাস করা বা কাজ করার অধিকার হরণ করা।

৬.৩	এই প্রকল্প কি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূখণ্ড, এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে (আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উক্ত এলাকার আইনগত অধিকার থাক বা না থাক, প্রকল্পে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী যে ভূমি বা ভূখণ্ডে বসবাস করে তার ভিতরে বাইরে যেখানেই হোক, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সেদেশের সরকার কর্তৃক আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হোক বা না হোক)? *স্ক্রিনিং প্রশ্ন নং ৬.৩ এর উত্তর যদি 'হ্যা' হয়, তাহলে সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রভাব ফ্যাক্টর তীব্র বা গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হবে এবং প্রকল্পটি মাঝারি বা উচ্চ ঝুঁকি পূর্ণ শ্রেণিতে পড়বে।*	না
৬.৪	আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থ, জমি, সম্পদ, ভূখণ্ড, এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন বিষয়ে এফপিআইসি অর্জনের লক্ষ্যে সংস্কৃতিগতভাবে যথাযথ আলাপ-আলোচনা করার বিষয়টি কি অনুপস্থিত?	না
৬.৫	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আদিবাসী জনগোষ্ঠী দাবী করে এমন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ বা জমি ও ভূখণ্ডের ব্যবহার বা বাণিজ্যিক উন্নয়ন করবে?	না
৬.৬	কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের জমি, ভূখণ্ড বা সম্পদে প্রবেশের উপরে বিধিনিষেধ আরোপসহ জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা বা পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে শারীরিক বা অর্থনৈতিকভাবে স্থানচ্যুত করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা?	না
৬.৭	এই প্রকল্প কি আদিবাসী জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্ধারিত তাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?	না
৬.৮	এই প্রকল্প কি আাদিবাসী জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও সংস্কৃতিগত অস্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?	না
৬.৯	এই প্রকল্প কি আাদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও চর্চার বাণিজ্যিকীকরণসহ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?	না
মানদণ্ড ৭: দূষণ রোধ ও সম্পদের দক্ষতা		
৭.১	এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময়সূচি ভিত্তিক বা সময়সূচি বিহীন কোনো কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশে কোনো দূষণকারী পদার্থ নির্গত হবে কিনা যার সম্ভাব্য স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং /অথবা আন্তঃসীমান্ত বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে?	হ্যা
৭.২	প্রস্তাবিত প্রকল্পে কি কোনো বর্জ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে (ক্ষতিকর ও ক্ষতিকর নয় এমন উভয় প্রকার)?	হ্যা
৭.৩	এই প্রকল্পে কি বিপদজনক রাসায়নিক দ্রব্য এবং/অথবা অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন, বাণিজ্য, মুক্তকরণ, এবং/অথবা ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে? এই প্রকল্পে কি আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ বা ব্যবহার কমানো হয়েছে এমন (phase-outs) কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব করে? যেমন, ডিডিটি, পিসিবি এবং স্টকহোম কনভেনশন অন পারিসিসটেন্ট অরগানিক পল্যুটেন্টস বা মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলে তালিকাভুক্ত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য	না
৭.৪	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো কীটনাশক ব্যবহার করা হবে যা পরিবেশ বা ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে?	না
৭.৫	এই প্রকল্পে কি এমন কোনো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে যাতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, জ্বালানি এবং/অথবা পানি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে?	না